খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

নিউজলেটার

সেপ্টেম্বর ২০২০

সম্পাদনা পরিষদ
মহসিন আলী
কানিজ ফাতেমা
মাকসুদুর রহমান সজীব

তথ্য ও ছবি
নেটওয়ার্ক সচিবালয় ও জেলা কমিটি

যোগাযোগ
খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সচিবালয়
২২/১৩ বি, ব্লক-বি, খিলজী রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৫৮১৫১৬২০, ৪৮১১০১০৩
ই-মেইল: info.rtfbd@gmail.com
ওয়েব সাইট:
https://rtfbangladesh.org
ফেসবুক পেইজ:
https://www.facebook.com/RighttoFoodBangladesh

সম্পাদকীয়

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর নিউজলেটার সেপ্টেম্বর'২০ সংখ্যা এমন এক সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে যখন বিশ্বের অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার অব্যাহত আছে। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ আজ দিশেহারা। অপরদিকে বিগত মে মাসে আম্পানের আঘাত এবং পরবর্তীতে জুলাই মাসে উত্তরবঙ্গ ও ঢাকা বিভাগের মধ্যাঞ্চলে বন্যার ভয়াবহ প্রকোপ। আবার ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলে পুনরায় বন্যার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসাথে নদীভাঙ্গন ও অব্যাহত আছে। এ কারনেও কর্মহীন হয়ে পড়েছে একটা বড় জনগোষ্ঠী। সামগ্রিক এ পরিস্থিতিতে দেশের খেটে খাওয়া দিনমজুর, শ্রমজীবী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের জীবিকা আরো অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয়েছে। আমরা জানি, দেশে ইতিমধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি সংকট বৃদ্ধির পাশপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। অপরদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রেই শুধু আমাদের দেশে নয় পৃথিবীব্যাপী এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য স্বাস্থ্যের পাশাপাশি সকল মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামষ্টিক অর্থনীতির পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সামগ্রিকভাবে এসকল বিষয়ের সাথে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'-এর বাস্তবায়িত বহুমূখী কর্মসূচির অংশ হিসাবে পলিসি এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক বিষয়কে যুক্ত করে এ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

জরিপ

দরিদ্র মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব

সারসংক্ষেপ

"দরিদ্র মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: একটি ত্বরিত মূল্যায়ন" শীর্ষক জরিপে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের খাদ্য এবং পুষ্টি পরিস্থিতির তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। যা খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ জেলা কমিটির সদস্য সংগঠন এবং তাদের স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। জরিপটি কোভিড-১৯ বা করনাভাইরাসের স্বাস্থ্য-ঝুঁকি এবং এই ঝুঁকির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা সম্পর্কেও অনুসন্ধান করেছে। বাংলাদেশের ৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৩৭টি জেলায় মে-জুন ২০২০-এর মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ৮৩৪ উত্তরদাতার কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ৪ টি, রংপুর থেকে ৭ টি, রাজশাহী থেকে ৬ টি এবং ঢাকা থেকে ৫ টি জেলার তথ্য রয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে রিকশা এবং ভ্যান চালক, স্কুটার এবং ট্যাক্সি ড্রাইভার, পরিবহন শ্রমিক, ছোট দোকানদার, রাস্তা/ফুটপাথ হকার, নাপিত, বিউটি পার্লার কর্মী, আবর্জনা সংগ্রহকারী, খন্ডকালীন গৃহকর্মী, ইটকল শ্রমিক, ছোট দোকানকর্মী, ফেরিওয়ালা, স্বতন্ত্র বা বাণিজ্যিক চালক, মালবাহী শ্রমিক, শিপিং, ই-বাণিজ্য সরবরাহকারী শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক ইত্যাদি পেশার মানুষ রয়েছেন।

জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

- কোভিড-১৯-এর বিস্তার নিয়ন্ত্রণে, সরকার মার্চ মাসের শেষের দিকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে যা এক মাসেরও বেশি সময় থাকে। যদিও মে মাসের গোড়ার দিকে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমিত আকারে চালু হয়, তবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। মহামারীজনিত কারণে ৯৮.৩% দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কারো আয় হ্রাস পেয়েছে, কেউ চাকরি হারিয়েছেন, দোকানপাট এবং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ সহ এমনকি আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধের মুখোমুখি হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, মাত্র কয়েক জন উত্তরদাতা তাদের পেশা পরিবর্তন করেছেন, যা থেকে বোঝা যায় এই পরিস্থিতিতে নতুন কাজ পাওয়া সহজ নয়।
- যাঁরা পেশা পরিবর্তন করেছিলেন তারা বেশিরভাগ দিন মজুর ও কৃষিশ্রমিকে পরিণত হন। পরিবর্তিত পেশার ক্ষেত্রে প্রায় ৭০% বেঁচে থাকার জন্য এই নতুন পেশা নিয়েছিল। সাধারণ ছুটির সময়টি ছিল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ফসল বোরো ধান কাটার মৌসুম, অনেক দরিদ্র কর্মহীন মানুষ কৃষিতে কিছু কাজ পেয়েছে।
- কোভিড-১৯ ভাইরাস সৃষ্ট জীবিকার ক্ষতির কারণে দরিদ্র মানুষের আয়ে প্রভাব পড়েছে। যেহেতু এদের ন্যূনতম সঞ্চয় নেই, তাই আয় কমে যাওয়ায় তাদের খাদ্য গ্রহণ এবং পুষ্টির অবস্থার উপর বাড়তি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। প্রায় ৮৭% দরিদ্র মানুষ পর্যাপ্ত খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করতে অসুবিধায় পড়েছে। প্রাক-কোভিড পরিস্থিতিতে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯১.৬% প্রতিদিন তিনবার খাবার গ্রহণ করতেন, এবং বাকিরা দিনে দু'বার খাবার গ্রহণ করতেন।
- বেশিরভাগ উত্তরদাতারা দিনে তিনবেলা খাবার গ্রহন করতেন, লকডাউন চলাকালীন সময়ে, বিভিন্ন বিভাগের ৯৫% থেকে ১০০% উত্তরদাতারা তিনবেলা খাবার গ্রহন করতে সমস্যার মুখোমুখি হন এমনকি সাক্ষাতকার থেকে পূর্ববর্তী এক সপ্তাহে ৫% দরিদ্র মানুষ দিনে এক বেলা খাবার খেতে পেরেছে। ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে খাবারের ঘাটতি তুলনামূলকভাবে বেশি। দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি ব্যবস্থা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে, বিশেষ করে শিশু এবং গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টি পরিস্থিতি।
- নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলি খাদ্য প্রাপ্তির সমস্যায় রয়েছে, যা তাদের পরিবারকে পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি করেছে। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে যদি তাদের জীবিকার পরিস্থিতির উন্নতি না হয় তবে তাদের খাদ্য সঙ্কট অব্যাহত থাকবে কারণ উত্তরদাতাদের দ্বি-তৃতীয়াংশের বেশিরভাগের কাছে খাবারের মজুদ নেই।
- মোট উত্তরদাতার অর্ধেক দরিদ্র মানুষ সরকার বা বেসরকারী খাত থেকে সামান্য কিছু সহায়তা (শুকনো খাবার, নগদ অর্থ বা রান্না করা খাবার) পেয়েছিল।
- লকডাউনের সময়টায় ৯০% উত্তরদাতা কোন প্রকার অসুস্থতার শিকার হননি।

প্রধান প্রধান সুপারিশ

- দরিদ্র মানুষের জরুরি খাদ্য সহায়তা সহজলভ্য করার জন্য সরকারী উদ্যোগ (নগদ বা স্বতন্ত্রভাবে) বৃদ্ধি;
- সামাজিক সুরক্ষা সুবিধাসহ নগদ অর্থ মোবাইল পরিষেবা ব্যবহার করে নিয়মিত সুবিধাভোগীদের কাছে প্রেরণ;
- সারাদেশে কৃষি পণ্য সরবরাহ চেইনের উন্নতির মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখা এবং উৎপাদকের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা;
- খাদ্য, চিকিৎসা, প্রণোদনাসহ সকল সরকারি এবং বেসরকারি সহায়তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগ

‘২০২০-২১ বাজেট ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক ওয়েবিনার

১৭ জুন ২০২০, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ‘২০২০-২১ বাজেট ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, অধ্যাপক ড. এ কে এনামুল হক, ড. নাজনীন আহমেদ, এবং; অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। আলোচনাপত্র পাঠ ও সঞ্চালনা করেন মহসিন আলী। আলোচনায় বক্তারা বলেন, ২০২০-২১ সালের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, তিনটি কর্মসূচিতে উপকারভোগী বৃদ্ধি ছাড়া নগর দরিদ্র এবং করোনার কারণে সৃষ্ট নতুন দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ নেই। এছাড়াও সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন ও ডাটাবেজ করার জন্যও কোন বরাদ্দ নেই। কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সমস্যা তো রয়েছেই।

খসড়া খাদ্য অধিকার আইন চূড়ান্তকরণে কর্মশালা

বিগত ১৬ মার্চ ২০২০, খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সচিবালয় সভাকক্ষে খসড়া খাদ্য অধিকার আইন চূড়ান্তকরণে দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক, সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও জাতীয় কমিটির সদস্যসহ খসড়া আইন প্রণয়নকারী দলের পক্ষ থেকে এডভোকেট আব্দুল্লাহ আল নোমান উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহনকারীরা প্রথম খসড়ার উপর তাদের মতামত তুলে ধরেন।

‘আসন্ন বাজেট ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক আলোচনা সভা

১৪ মে ২০২০, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ ও পিকেএসএফ; অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ, অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. নাজনীন আহমেদ, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস; আবুল কালাম আজাদ, কর্মসূচি প্রধান, আইসিসিও কোঅপারেশন বাংলাদেশ প্রমুখ। আলোচনাপত্র পাঠ ও সঞ্চালনা করেন মহসিন আলী, সাধারণ সম্পাদক, খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ।

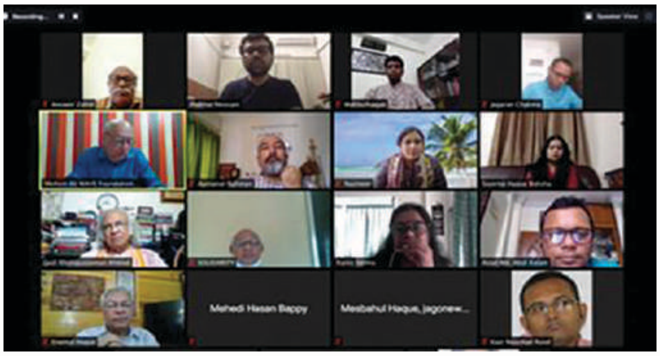

‘দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভূমিকা এবং ইভিপিআরএ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনার

সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাজেট ও উপকারভোগীর সংখ্যা প্রতিবছর বাড়লেও প্রয়োজনীয় সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না। বিদ্যমান জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল-এনএসএসএস গাইডলাইন অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জন যেমন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত হচ্ছে না। উপকারভোগীদের দারিদ্র্যাবস্থা থেকে উত্তরণের (Graduation) যথাযথ পরিকল্পনা প্রয়োজন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশেষ নজর দিতে হবে সমতলের আদিবাসীদের দিকে। ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু আন্তজার্তিক সম্মেলন কেন্দ্র ঢাকায় জাতীয় সেমিনার -এ বক্তারা এসব সুপারিশ তুলে ধরেন।

খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার যুব সিম্পোজিয়াম

খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার বিষয়ে যুবদের অংশগ্রহণ, তাদের চিন্তা ও মতামত প্রকাশ, স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও আগামীতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালনকারী হিসাবে কর্মদ্যোমী তরুণ ও যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ ২৮ জানুয়ারি ২০২০, ছায়ানট সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার যুব সিম্পোজিয়াম' (Youth Symposium on Right to Food and Nutrition) আয়োজন করে। বিপুল সাড়া জাগানো এই আয়োজনে বিষয়ভিত্তিক লেখা ও খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এবং প্রতি ক্যাটাগরিতে ১০ জন শীর্ষ প্রতিযোগীকে বই ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। প্রথম অধিবেশনে অতিথি বক্তা হিসেবে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ড. নাজনীন আহমেদ, আবুল কালাম আজাদ, মাহবুবুল হক ও মহসিন আলী এবং 'যুব শক্তি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক ২য় অধিবেশনে অথিতি বক্তা হিসেবে মো. আকতার উদ্দিন, দেশীয় সমন্বয়ক, ইউ এন ভলান্টিয়ার, শিল্পী ও সমাজকর্মী বন্যা মির্জা ও টনি মাইকেল গোমেজ, ডিরেক্টর-ট্যাকনিক্যাল প্রোগ্রাম, ওয়ার্ল্ড ভিশন উপস্থিত ছিলেন।

ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় এ আয়োজনে, তরুণরা নেতৃত্ববোধ, সৃজনশীলতা ও কর্মস্পৃহাকে জাগিয়ে দেশের কাণ্ডারি হিসাবে মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ইস্যুভিত্তিক পলিসি এডভোকেসি এবং প্রচারাভিযান কর্মসূচি বাস্তবায়নে যুব সমাজ যার যার অবস্থান থেকে সোচ্চার হবে; যা কিনা সরকার, নীতি-নির্ধারক, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, মিডিয়াসহ সকলকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

খাদ্য দিবস ২০১৯

ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবি

বিগত ১২-১৮ অক্টোবর ২০১৯ দেশব্যাপী 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ক্যাম্পেইন' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১৬ অক্টোবর দেশব্যাপী জন-যুব জমায়েত, সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও র‌্যালি এবং জেলা প্রশাসক ও মাননীয় সংসদ সদস্য বরাবর স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ অক্টোবর ২০১৯ কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর সহায়তায় 'জন-যুব জমায়েত ও আলোচনা' অনুষ্ঠানে নেটওয়ার্ক-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ ও বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ।

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশের চলমান ক্যাম্পেইন, কার্যক্রম ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী। সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বা কোনো সংসদ সদস্য বেসরকারি বিল হিসেবে তা তুলে ধরতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতিকে সম্মান জানিয়ে নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে একটি খসড়া প্রদান করলে তা আমি সংসদে উপস্থাপন করব'। জমায়েত ও আলোচনা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি মৎস্য ভবন থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

দেশব্যাপী খাদ্য অধিকার প্রচারাভিযান

সিলেট

চট্টগ্রাম

টাঙ্গাইল

ঝালকাঠি

বরিশাল

ফরিদপুর

সাতক্ষীরা

পটুয়াখালী

কুড়িগ্রাম

নওগাঁ

রাজবাড়ী

ঝিনাইদহ

জরিপের ফলাফল নিয়ে মতবিনিময় সভা

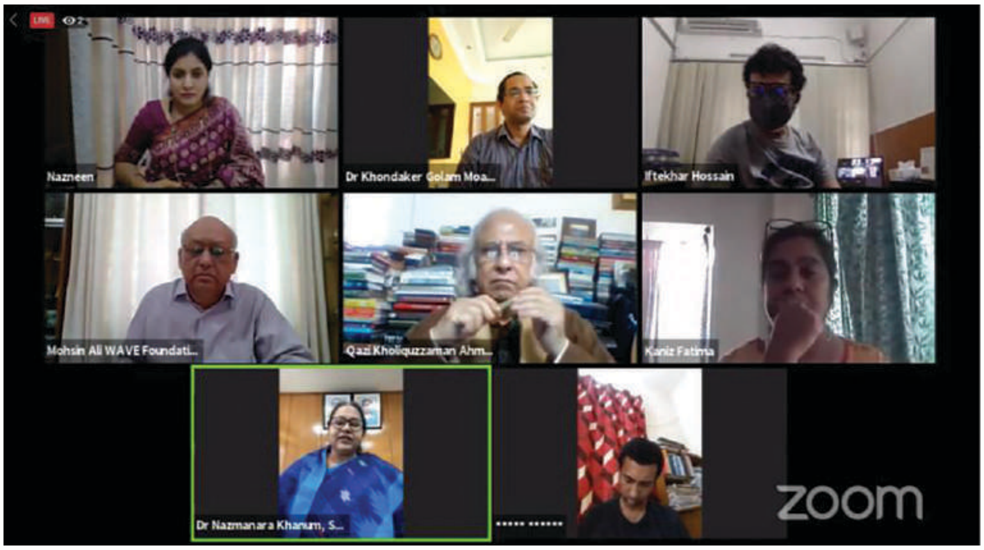

বিগত ১৬ জুলাই ২০২০ জরিপের এই ফলাফল নিয়ে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ অনলাইনে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে এবং খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক, জনাব মহসিন আলীর সঞ্চালনায় এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। এতে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিপিডি-এর গবেষণা পরিচালক, ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম; বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ড. এস এম জুলফিকার আলী ও আইসিসিও কোঅপারেশন বাংলাদেশের কর্মসূচি প্রধান, মো. আবুল কালাম আজাদ। জরিপের তথ্য-উপাত্ত ও সুপারিশ উপস্থাপন করেন বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ড. নাজনীন আহমেদ। আয়োজকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন শেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি, নীলিম ম্রং; জামালপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক, আব্দুল হাই প্রমুখ। পাশাপাশি জেলা পর্যায়েও জরিপের ফলাফল নিয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর

ফরিদপুর

জয়পুরহাট

লক্ষ্মীপুর

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ

দারিদ্র্য ও খাদ্যসহ অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা

১৭ নভেম্বর ২০১৯ চীনের উহান প্রদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস চিহ্নিত হয় এবং ২৪ ডিসেম্বর থেকে চীনে আক্রান্তের হার বৃদ্ধির পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই থেকে পৃথিবীব্যাপী করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রথম ৮ মার্চ ২০২০ করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। বিশ্বের অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বিগত প্রায় ১ মাস ধরে দেশে করোনা পরীক্ষার হার যেমন কম তেমনি সংক্রমণের হারও কম। তবে মৃত্যুর হার কমছে না। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ আজ দিশেহারা। সমগ্র পৃথিবীর মত আমাদের দেশেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবণতাও খুব কম। অপরদিকে বিগত মে মাসে আম্ফানের আঘাত এবং পরবর্তীতে জুলাই মাসে উত্তরবঙ্গ ও ঢাকা বিভাগের মধ্যাঞ্চলে বন্যার ভয়াবহ প্রকোপ, যার ক্ষীণ ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

> ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ। দারিদ্র্যের হার **২৪.৩%** অর্থাৎ ৪ কোটির বেশি মানুষ। অতি দরিদ্র ২ কোটি ৮ লক্ষ। ২০১৭ সালে দারিদ্র্যের হার **২৩.১%** অর্থাৎ ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ। অতি দরিদ্র **১২.১%**। ২০১৮ সালে দারিদ্র্যের হার **২১.৮%** অর্থ্যাৎ ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ যার মধ্যে ১ কোটি ৫৭ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র ১১.১৩।

সরকারি হিসাবে, দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী এবারের বন্যায় দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলসহ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ডুবে গেছে এবং অর্ধকোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অনেক মানুষের বসতভিটা পানিতে তলিয়ে গেছে। বন্যা কবলিত এলাকাগুলোর রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট এবং অন্যান্য অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমন ধানের বীজ তলাসহ নষ্ট হয়ে গেছে অনেক ফসল, মৎস্য এবং পশুসম্পদ। কর্মহীন হয়ে পড়েছে একটা বড় জনগোষ্ঠী। এছাড়াও দীর্ঘস্থায়ী এ বন্যার কারণে পদ্মা এবং যমুনাসহ বিভিন্ন নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের কাছে বড় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ভাঙন। নদী ভাঙ্গনের ফলে অনেক ঘর-বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা পানিতে বিলীন হয়ে গেছে। অনেক মানুষ মূহুর্তেই সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছে। ঢাকার অনেক নিচু এলাকাও এবারের বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। অন্য যেকোন বছরের থেকে এবারের বন্যা পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। বিগত কয়েকদিন ধরে বন্যার পানি কমে যাওয়ার পাশাপাশি হঠাৎ করে আবার ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলে পুনরায় বন্যার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসাথে নদীভাঙ্গন ও অব্যাহত আছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে জীবন ও জীবিকা যখন বিপর্যস্ত, তখন আমাদের দেশে একটি বাড়তি দুর্যোগ হিসেবে এসেছে বন্যা। সামগ্রিক এ পরিস্থিতিতে দেশের খেটে খাওয়া দিনমজুর, শ্রমজীবী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের জীবিকা আরো অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ইউরোপ আমেরিকায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'অক্টোবর থেকে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হতে পারে, সে প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রেখেই সার্বিক প্রস্তুতি নিতে হবে'। আমরা জানি, দেশে ইতিমধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি সংকট বৃদ্ধির পাশপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। অপরদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রেই শুধু আমাদের দেশে নয় পৃথিবীব্যাপী এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য স্বাস্থ্যের পাশাপাশি সকল মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামষ্টিক অর্থনীতির পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যেখানে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি

- ক্রমাগতভাবে দারিদ্র্যের হার কমে আসার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক-বিবিএস এর ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ। দারিদ্র্যের হার ২৪.৩% অর্থাৎ ৪ কোটির বেশি মানুষ। অতি দরিদ্র ২ কোটি ৮ লক্ষ। ২০১৭ সালে দারিদ্র্যের হার ২৩.১% অর্থাৎ ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ। অতি দরিদ্র ১২.১%। ২০১৮ সালে দারিদ্র্যের হার ২১.৮% অর্থ্যাৎ ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ যার মধ্যে ১ কোটি ৫৭ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র ১১.১৩। এ পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে দরিদ্র মানুষের হার কমলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি থেকেই যাচ্ছে।
- ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যাদের দারিদ্র্যসীমায় অবনমনের ঝুঁকি আছে, তাদের সংখ্যা প্রায় ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিবিএস-এর সর্বশেষ মতামত অনুযায়ী ২০২০ সালের প্রথম দিকে

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষ। করোনা আক্রান্তের পর বিভিন্ন সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটির উপরে যেতে পারে।

- বিগত এপ্রিল মাসে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ তাদের প্রাক্কলনে বলেছে, "কর্মহীনতার ফলে নতুনভাবে দারিদ্র্যে নিপতিত হওয়া যোগ করলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখন হতে পারে সাড়ে ছয় থেকে সাত কোটি এবং আগামী দিনের জন্য তাদেরকে ভরণপোষণ আর্থিকভাবেই একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ, আর ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জ সম্ভবত আরো বিশাল। অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য, কর্মহীনতাসহ বহুমাত্রিক ঝুঁকি ও বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে।
- বিগত জুন মাসে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'-এর জরিপ অনুযায়ী মহামারীজনিত কারণে ৯৮.৩% দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা লকডাউন দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের কারো আয় হ্রাস পেয়েছে, কেউ চাকরি হারিয়েছে, দোকানপাট এবং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ সহ এমনকি আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধের মুখোমুখি হয়েছে, এসব নির্দেশিকা অনুযায়ী, সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে নগর ও গ্রামীণ জনপদে বসবাসরত প্রায় আরো ১.৫ কোটির বেশী মানুষ দরিদ্র্যাবস্থায় পতিত হয়েছে।
- বিগত আগস্ট মাসে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, করোনাকালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ১৫ বছর আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারে। সেই ধারাবাহিকতায়, ২০০৫ সালে বাংলাদেশের এই হার ছিল ৪০ শতাংশ। শুধু তা-ই নয়, দেশের ৪০টি জেলার দারিদ্র্যের হার জাতীয় হারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাঙামাটি ও ময়মনসিংহ। এই দুই জেলায় নতুন করে ৩০.৯ শতাংশ ও ৩০.০২ শতাংশ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হবে।

খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি

এখানে উল্লেখ্য যে, দারিদ্র্যের সাথে খাদ্য ও পুষ্টির সরাসরি সংযোগ আছে। যেসকল মানুষ প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালোরি খাবার কিনতে পারে না বা খেতে পায় না তারাই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। আবার এদের মধ্যে যারা ১৮১০ কিলোক্যালোরি খাবার কিনতে পারে না বা খেতে পায় না তারা অতিদরিদ্র। আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে, ব্যাপক সংখ্যক মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে মূলত শহর এলাকায় এবং কিছুটা গ্রামাঞ্চলে। পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী, ৫ কোটির বেশী মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে নিপতিত হবে। যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই তাই দারিদ্র্যের সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্নরকম মতামত থাকবে। তবে সরকারি ও বেসরকারি বক্তব্য মিলিয়ে ৩.৫ কোটি দরিদ্রের সাথে কমপক্ষে আরো ১.৫ থেকে ২ কোটি মানুষ ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। অর্থাৎ এই সংখ্যক মানুষ এখনি প্রয়োজনীয় খাদ্য পাচ্ছে না। পাশাপাশি বিবিএস-এর খানা জরিপের তথ্যমতে, মাতৃপ্রধান গৃহের আয় তুলনামূলকভাবে ৫৫ শতাংশ কম। অপুষ্টিতে ভোগা এসব নারীর অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে দূর্বল সন্তানের জন্ম দেন। যা পরবর্তীতে তাদের পূর্ণ বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ নারী প্রজনন বয়সে রক্তশূন্যতায় ভোগেন এবং ৫০ শতাংশ নারী দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক দূর্বলতার শিকার হন।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এর প্রেক্ষাপটে সুপারিশ

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, বিশ্বব্যাপী করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এর কারনে অক্টোবর থেকে আমাদের দেশেও আবার সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে সকল মানুষের স্বাস্থ্য সেবা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি, কৃষি ও শিল্পসহ সকল উৎপাদনশীল খাত এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পুনর্জাগরণ প্রয়োজন। আমাদের দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে সহায়তা ও বিনিয়োগ করা হয়তো সম্ভব হবে না। তবে সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নীতি-সহায়তা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আর্থিক অনুদান ও প্রণোদনা প্রদান এবং ঋণ করে হলেও বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। এই দুর্যোগকালীন সময়ে সরকারের সহায়তা ও বিনিয়োগ কেবলমাত্র মানুষের জীবন রক্ষার জন্য নয়, বরং আগামী দিনে দেশের উন্নয়ন লক্ষ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের এই ভূমিকা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'- সুপারিশমালা নিম্নে প্রদত্ত হল:

- নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসার পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নব-আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন পাওয়ার জন্য জরুরী যোগাযোগ এবং অর্থের বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপকারভোগীদের সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তত করে আগামী ১ বছরের জন্য সংশ্লিষ্টদের রেশনিং এর মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে জরুরী খাদ্য নিশ্চিত করা।
- করোনা, আম্ফান ও বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহত্তর কৃষিখাত এবং ছোট ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সরকারের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী আর্থিক প্রণোদনা নিশ্চিত করা (যা এখনো তাদের কাছে পৌঁছায় নি) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে নতুন করে বিনিয়োগ করা। সকল শিল্প-কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানীর ক্ষেত্রসমূহে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- প্রাইভেট সেক্টরের প্রযোজ্য খাতসমূহ এবং এনজিও সেক্টরে আর্থিক প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা প্রদান করা।

উল্লেখ্য যে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকল স্তরের জনগণ যুক্ত হতে পারবে। অর্থনীতির পুনর্জাগরণ হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি দরিদ্রসহ সকল শ্রেণীর মানুষের আয়-উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। মানুষ সুস্থভাবে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত থাকতে পারলে সকল মানুষের জীবিকার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো।

নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগ

খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার জাতীয় সম্মেলন ২০১৯

৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকার বাংলাদেশ ইনঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রধান মিলনায়তনে খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার জাতীয় সম্মেলন ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ও সাংগঠনিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মাদ মঈনউদ্দীন আব্দুল্লাহ, অধ্যাপক এম এম আকাশ, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ও ড. নাজনীন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভাইস চেয়ারম্যান শাহীন আক্তার ডলি এবং নেটওয়ার্কের বক্তব্য উপস্থাপন করেন কানিজ ফাতেমা। এছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর জেলা কমিটির সাধারণ সভা

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর জেলা কমিটির সাধারণ সভা বিগত ২৫ আগষ্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় কমিটির সভা

৪ মার্চ ২০২০, বেলা ২.৩০ মি. এনজিও ফোরাম, লালমাটিয়া, ঢাকায় খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর নবগঠিত জাতীয় কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। ভাইস-চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জাতীয় কমিটির সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক, মহসিন আলী সূচি অনুযায়ী আলোচনা উপস্থাপন করেন।

সংবাদমাধ্যমে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষীদের 'লিখিত চুক্তিপত্র' এর বদলে যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে ঋণ সহায়তা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৭ দফা প্রস্তাব

গত ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এর সার্কুলারের কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' নেটওয়ার্ক - এর চেয়ারম্যান, **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ** এবং সাধারণ সম্পাদক **মহসিন আলী**। প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিত বিবেচনায় এক বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁরা সরকারের কাছে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় ৭ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন।

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২০ এপ্রিল, ২০২০ ২১:০৬

৫০০০ কোটি টাকার কৃষি প্রণোদনায় 'লিখিত চুক্তিপত্রের' শর্ত বাতিলের দাবি

অবিলম্বে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের বাজেট বরাদ্দ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য রেশনিং চালুর দাবি

বণিকবার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' ও 'পিকেএসএফ'

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের দাবি

খাদ্য ও পুষ্টি ইস্যুতে কর্মরত সহস্রাধিক নাগরিক সমাজের সংগঠন এর সমন্বয়ে গঠিত 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' নেটওয়ার্ক। 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' ও 'পিকেএসএফ'-এর চেয়ারম্যান, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক, জনাব মহসিন আলী চলমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এক বিবৃতি প্রদান করেন।